অপর মামলা নং-৯৮৮/২০২১

Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

রবিবার the ৩১ day of মার্চ**, ২০২৪**

Other Suit No. ৯৮৮/ ২০২১

জনাবা খাতুন গং Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

মোহাং ইব্রাহিম গং Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ১৮/০৯/২০২২ খ্রিঃ, ০৯/১১/২২ খ্রিঃ, ১৩/০৩/২৩ খ্রিঃ, ০৫/০৬/২৩ খ্রিঃ, ১৭/০৮/২৩ খ্রিঃ, ১৯/০২/২৪ খ্রিঃ ও ১৯/০২/২৪ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব মুহাম্মদ ইরা মিয়া Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব অনুপম নাথ Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

১ নং তফসিল বর্নিত শিকলবাহা মৌজার আর. এস. ৪৬৮ নং খতিয়ানের ৮৫৮৩ দাগের ৪ শতক ভূমি, বি. এস. ৩১১৯ নং খতিয়ানের ১১৮৫১, ১১৮৫০ দাগের অন্তর্ভূক্ত ভুমি হয়। ২ নং তপশীলের বর্ণিত চরফরিদ মৌজার অবিরোধীয় আর. এস. ২২৩ নং খতিয়ানের ৮৯১ দাগের ২২ শতক, ৮৮৯ দাগের ৪

শতক ভূমি বি. এস. ২৮০ নং খতিয়ানের ১৩৯৯, ৩৯৫, ৩৯৩ দাগের ভুমির সহিত এক ও অভিন্ন হয়। বিরোধীয় আর. এস. ৮৫৮৩ দাগের ভূমি তোরাব উদ্দিনের পুত্র আইয়ুব আলীর নামে এবং অবিরোধীয় আর. এস. ৮৮৯, ৮৯১ দাগের ভূমি তোরাব উদ্দিনের দুই পুত্র মোঃ ইউছুপ।।. আনা, আইয়ুব আলী।।. আনা অংশে আর. এস. খতিয়ান চুড়ান্ত প্রচার আছে। উক্ত আইয়ুব আলী ও ইউছুপ আলীর মধ্যে পারিবারিক আপোষ বন্টনে আর. এস. ৮৫৮৩ দাগের ভূমি আইয়ুব আলী তৎ ভ্রাতা ইউছুপ আলীকে আপোষে প্রদান পূর্বক অবিরোধীয় আর. এস. ৮৮৯, ৮৯১ দাগের ইউছুপ আলীর স্বত্বাংশ হইতে ৩.৫০ শতক ভূমি গ্রহন করেন।

উক্ত সম্পত্তি ১ নং বিবাদীর পিতা আইয়ুব আলী ২০/০৭/১৯৩৭ ইং ৩৪৮১ নং কবলা মুলে ভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করেন। পরবর্তীতে আপোষ প্রাপ্তীয় ভূমি সংক্রান্তে ইউছুপ আলীর নামে পি. এস. ৪৩১ নং খতিয়ান চুড়ান্ত প্রচার হয়। উক্ত ইউছুপ আলী মরণে তিন পুত্র এক কন্যা ১/২ নং বাদী, মোঃ এয়াকুব ও মরিয়ম খাতুন ওয়ারিশ থাকেন। মোঃ এয়াকুব মরণে এক স্ত্রী রোকেয়া বেগম ও পাঁচ কন্যা রোজী আক্তার, নাছিমা আক্তার, ফারজানা আক্তার, তানজিনা আক্তার, হাজেরা বিবি ওয়ারিশ হন। বাদীগনের পূর্ববর্তী মোঃ এয়াকুব ও ১/২ নং বাদীর নামে বি এস জরিপ ছুড়ান্ত প্রচার আছে।

বাদী বি. এস. ১১৮৫১ দাগে ০৩ শতক, ১১৮৫০ দাগের ০১ শতক ভূমিতে সীমা চিহ্নিত মতে দখলকার আছেন। ১১৮৪৮ ও ১১৮৪৯ দাগের যথাক্রমে ০৩ শতক ও ০১ শতক ভূমি বাদীগণের স্বত্বীয় বটে। উক্ত খতিয়ান অপর দাগের ভূমি অর্থাৎ ১১৮৪৭ দাগের ০৮ শতক ভূমি মোকাবিলা বিবাদীগণের স্বত্বীয় বটে। আমির খাতুন মরণে ১/২ নং বাদী, ইয়াকুব, ৯নং বাদী মরিয়ম খাতুন, ইয়াকুব মরণে ৩-৮ নং বাদী ওয়ারিশ হন। তফসিলোক্ত নালিশী ভুমিতে বাদী বিবাদী ও সর্বসাধারনের জ্ঞাতসারে সুদীর্ঘ তামাদি দর তামাদির উর্ধকাল ব্যাপিয়া ভোগ দখল করিয়া আসিতেছেন। তাহাতে বাদীগণের পিতার আমল হইতে একটি ছোট্ট চৌবাচ্চা খননে দখলকার আছেন। তপশীলে বর্ণিত ভূমিতে বা তাহার কোন অংশে মুল বিবাদীগণ কোন স্বত্ব নাই দখল নাই ও কোন কাছে ছিল না। বাদী তপশীল বর্ণিত রাস্তা সংলগ্ন অংশ ১৮ হাত দৈর্ঘ্য ৮ হাত প্রস্থ বিশিষ্ট একটি দোকান গৃহ নির্মাণ করিয়াছে। উক্ত দোকান গৃহে বাদীর পিতার নামা করনে মোঃ ইউসুপ লাকড়ি সাপ্লাই এর দোকান রয়েছে। সম্মুখ স্থিত বারান্দায় পানের দোকানে মোঃ ইদ্রিস পান ষ্টোর নাম অংকিত সাইনবোর্ড স্থিত আছে। নালিশী ভূমিতে স্থিত বাদীর টিন ও লাকড়ীর দোকানগৃহ স্থিত রহিয়াছে। তাহাতে ২নং বাদী মোঃ ইছমাইল নিজে ব্যবসা পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। মূল বিবাদীগণ অন্যায়ভাবে বাদীগণের স্বত্ব দখল অস্বীকার পূর্বক বেদখলের হুমকি দেওয়ায় বাদীগণ অনন্যোপায় হইয়া অত্র নিষেধাজ্ঞার মামলা আনয়ন করেন।

অন্যদিকে ০১(ক)-০১(খ) নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

তফসিলোক্ত নালিশী আর. এস. ৮৫৮৩ দাগের ০৪ শতক ভূমির আর. এস. রেকর্ডীয় মালিক ছিলেন আইয়ুব আলী, অনালিশী আর. এস. ৮৫৮২ দাগের ০৪ শতক ভূমির আর. এস. ৮৫৮১ দাগের ০৮ শতক ভূমির আর. এস. রেকর্ডীয় মালিক ছিলেন ছিদ্দিক আহামদ ও আলী আহাম্মদ। উক্ত মতে নালিশী আর. এস. খতিয়ান চুড়ান্ত লিপি ও প্রচার আছে। নালিশী আর. এস. ৮৫৮৩ দাগের ভূমি বি. এস. জরীপ কালে বি. এস. অনালিশী আর. এস. ১১৮৫০ দাগে ০১ শতক এবং নালিশী আর. এস. ১১৮৫১ দাগে ০৩ শতক ভূমি জরীপ হইয়া বি. এস. ৩১১৯ নং খতিয়ানভুক্ত হয়। উক্ত আর. এস. রেকর্ডী আইয়ুব আলী মরণে এক স্ত্রী আছিয়া খাতুন, দুই পুত্র মোঃ নাজেম ও ১নং বিবাদী মোঃ জমিল এবং দুই কন্যা ছমুদা খাতুন ও মাহফুজা খাতুন ওয়ারিশ ছিলেন। আছিয়া খাতুন মরণে তৎ স্বত্ব তৎ পুত্র কন্যাগণ প্রাপ্ত হয়। উক্ত মোঃ নাজেম এবং ছমুদা খাতুন অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করায় তৎ স্বত্ব তৎ অপর ভ্রাতা মোঃ নাজেম এবং ভগ্নি মাহফুজা খাতুন প্রাপ্ত হয়। ফলে নালিশী আর. এস. ৮৫৮৩ দাগের ০৪ শতকের আন্দর মোঃ জমিল ২.৬৭ শতক এবং মাহফুজা খাতুন ১.৩৩ শতক ভূমি প্রাপ্ত হয়। মাহফুজা খাতুন মরণে তৎ স্বত্ব তৎ পুত্র মোঃ গফুর এবং মোঃ ছালামত আলী প্রাপ্ত হয়। এইখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত মোঃ গফুর মাহফুজা খাতুনের ১ম স্বামী মুন্সী মিয়ার ঔরষজাত পুত্র হয় এবং উক্ত মোঃ ছালামত আলী মাহফুজা খাতুনের ২য় স্বামী ফজল আহাম্মদের ঔরষজাত পুত্র হয়। উক্ত মোঃ গফুর এবং মোঃ ছালামত আলী নালিশী দাগের আন্দর ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত সমুদয় ভূমি সহ অনালিশী দাগাদীর আন্দর ৬.৩৪ শতক ভূমি বিগত ২০/০৪/১৯৯৫ ইং তারিখের রেজিস্ট্রিকৃত ২৫০৮ নং কবলা মূলে ১/২ নং বাদী তথা মোঃ ইদ্রিস এবং মোঃ ইসমাইলের বরাবরে বিক্রয় করেন। উক্ত কবলায় নালিশী আর এস ৮৫৮৩ দাগে ২ গন্ডা ভূমি হস্তান্তরের বিষয় থাকলেও কবলা গ্রহীতা দাতাগনের প্রাপ্য ১.৩৩ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হন । উক্তমতে মোঃ জমিল তপশীল বর্ণিত ভূমির আন্দর ২.৬৭ শতক ভূমি প্রাপ্ত হইয়া সকলের জ্ঞাতসারে, শান্তিপূর্ণভাবে ভোগ দখলে স্থিত আছেন। নালিশী ভূমিতে ১নং বিবাদী ওয়ারিশ সূত্রে স্বত্ববান এবং বাদীগণ খরিদসূত্রে স্বত্ববান। বাদী বিবাদীগণের পূর্ববর্তীগণের মধ্যে বা বাদী বিবাদীগণের মধ্যে নালিশী ভূমি কখনো বিভাগ হয় নাই। নালিশী ভূমিতে বাদী বিবাদীগণ সহ-শরীকদার হন এবং তাহারা এজমালীতে ভোগ দখলে স্থিত আছেন। নালিশী ভূমি সংক্রান্ত বি এস খতিয়ান ভুল হওয়ায় ১নং বিবাদী অত্রাদালতে অপর ১৪৩/২০০৪ ইং নম্বর মোকদ্দমা দায়ের করেন।

বাদীপক্ষ গত ০৮/০৪/২০০৪ ইং তারিখ বৃহস্পতিবার ২০/২৫ জন গুন্ডা পান্ডা লইয়া নালিশী ভূমিতে তড়িঘড়ি করিয়া নালিশী ভূমিতে কিছু মাটি ভরাট করিয়া তদুপরি নতুন একটি হাঙ্গামাগৃহ নির্মাণ করিয়া ফেলে। দুর্বল বিবাদীপক্ষ উক্ত নির্মান কাজে বাধা দিলে এবং অত্রাদালতের স্থিতাবস্থার আদেশের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে বাদীপক্ষ অন্যায় মতে গৃহ নির্মাণ করিতে থাকেন এবং ১নং বিবাদীও তৎ পরিবারস্থ লোকজনকে প্রানে হত্যার হুমকি দিতে থাকেন। বাদীপক্ষ আস্ফালন করিতেছেন উক্ত হাঙ্গামাগৃহ বাদী

দোকানদারী করিবেন। উক্ত হাঙ্গামা গৃহে গত ০৯/০৪/০৪ ইং তাং বাদীপক্ষ কিছু লাকড়ি স্তুপীকৃত করিয়াছেন।

বিবাদীপক্ষের আরো বক্তব্য এই বিবাদীগণের পূর্ববর্তী আইয়ুব আলী এবং বাদীগণের পূর্ববর্তী মোঃ ইউছুফের মধ্যে কখনো কোন আপোষ বন্টন হয় নাই বা অংশনামা দলিল হয় নাই। নালিশী ভূমিতে আইয়ুব আলী আমরণ ভোগ দখলে ছিলেন। আইয়ুব আলী মরণে তাহার ওয়ারিশগণ প্রাপ্ত হন। ফলে আইয়ুব আলীর কন্য মাহফুজা খাতুনের ওয়ারিশগণ নালিশী ভূমির আন্দর তাহাদের প্রাপ্ত স্বত্ব ২৫০৮ নং কবলা মূলে বাদীগণের বরাবরে বিক্রয় করেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় আইয়ুব আলীর স্বত্ব মোঃ ইউছুফ আপোষ বন্টন মতে প্রাপ্ত হয় নাই। বাদীগণ সকল বিষয় জ্ঞাত থাকিয়াও বিবাদীর স্বত্বীয় দখলীয় ভূমি আত্মসাতের উদ্দেশ্যে মিথ্যার আশ্রয়ে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন। ইহা ব্যাতিত বাদী ও বিবাদীগণ নালিশী ভুমিতে শরীকদার। ফলে শরীকদারদের বিরুদ্ধে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা অরক্ষনীয় ও অচল। ফলে বাদীগণের খরচাসহ খারিজযোগ্য হয়।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?

২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?

৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?

৪) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের প্রাইমা ফেসী স্বত্ব ও নিরুঙ্কুশ দখল আছে কি না ?

৫) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

বাদীপক্ষ অত্র মোকদ্দমা প্রমাণের জন্য মোট ০২ (দুই) জন সাক্ষীর সাক্ষ্য আদালতে উপস্থাপন করিয়াছেন। বাদীপক্ষে P.W.-1 হিসাবে -------নং বাদী মোঃ মাসুদ পারভেজ ও P.W.-2 হিসাবে সোবহান আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেন। সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর. এস. ৪৬৮ ও ২২৩ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ১ (সিরিজ)
২। বি. এস. ৩১১৯ ও ২৮০ নং খতিয়ানের এর সি. সি.	প্রদর্শনী ২ (সিরিজ)
৩। ২০/০৩/৩৭ তারিখের ৩৪৮১ নং দঃ সি. সি.	প্রদর্শনী ৩
৪। খাজনার দাখিলা ৬ ফর্দ্দ	প্রদর্শনী ৪

৫। ট্রেড লাইসেন্সেন এর আসল	প্রদর্শনী ৫
৬। বিদ্যুৎ বিলের আসল কপি	প্রদর্শনী ৬

অপরদিকে বিবাদীপক্ষ তাহাদের দাখিলী জবাবের সমর্থনে মোট ০২ (দুই) জন সাক্ষীর সাক্ষ্য আদালতে উপস্থাপন করিয়াছেন। বিবাদীপক্ষে D.W.-1 হিসাবে মোঃ আরমান, D.W.-2 হিসাবে মোঃ ইব্রাহিম আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেন। সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বিবাদীপক্ষে নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর. এস. ৪৬৮ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ক
২। বি. এস. ৩১১৯ নং খতিয়ানের এর সি. সি.	প্রদর্শনী খ
৩। ২০/০৪/১৯৯৫ ইং তারিখের রেজিঃ ২৫০৮ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী গ
৪। ৩০/১১/২২ ইং তারিখের নোটারীকৃত ৩২ নং আমমোক্তার নামার আসল	প্রদর্শনী ঘ

প্রারম্ভেই ইহা উল্লেখ করা উচিত যে, অত্র মামলায় কিছু বিচার্য বিষয় রয়েছে যাহা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। উক্ত প্রেক্ষিতে সেগুলো আলাদা করে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিদার্থে উক্ত বিচার্য বিষয় সমূহ একত্রে নেওয়া হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২, ৩ ও ৪ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"

অত্র মামলার উভয়পক্ষ এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জোরালোভাবে কোন বক্তব্য বা যুক্তিতর্কের অবতারনা করেননি। মামলার প্লিডিংস ও উপস্থাপিত সাক্ষ্যপ্রমান আমি খুব মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষন করলাম। বর্তমান মামলাটি নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীদের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় রুজু হয়েছে। মামলার নালিশী সম্পত্তি চট্টগ্রাম জেলার কর্নফুলী থানাধীন চরফরিদ মৌজায় অবস্থিত। মামলার মূল্যমান ধরা হয়ে ১০০০/- টাকা যাহা অত্র আদালতের স্থানীয় ও আর্থিক এখতিয়ারের অন্তর্ভূক্ত। অত্র মামলাটি

সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং এই আদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোনরুপ প্রতিবন্ধকতা নেই মর্মে আমি বিবেচনা করি। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়।

বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি প্রকাশমতে, অত্র মোকদ্দমা রুজুর পর্যাপ্ত কারন বিদ্যমান রয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিম

তে, বাদী আরজীর তপশীল বর্ণিত বন্দের ভুমি মৌরশীসূত্রে মালিক দখলকার হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ভোগদখল করে আসছেন। কিন্তু বিবাদীপক্ষ বিগত ১৯/০৩/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে নালিশী জমি হইতে বাদীপক্ষকে বেদখল করার এবং নালিশী জমিতে গৃহাদি বন্ধনের হুমকী প্রদান করে। তাই বাদীপক্ষ এই মোকদ্দমা আনয়ন করে। সুতরাং অত্র মামলা করার উপযুক্ত কারন বিদ্যমান আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

বিগত ১৯/০৩/২০০৪ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হওয়ার পর ২৪/০৩/২০০৪ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয়। অত্র মামলা নির্ধারিত তামাদি সময়কালের মধ্যেই রুজু হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি তামাদি দোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। এমতাবস্থায়, বিচার্য বিষয় নম্বর ১-৩ বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নং ৪ ও ৫ ঃ

বিচার্য বিষয় দুইটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে লওয়া হইল। বাদীপক্ষ অত্র মোকদ্দমাটি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় আনয়ন করিয়াছে। চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলায় মূলত যে বিষয়ের উপর মামলার ভাগ্য নির্ধারিত হয় তা হলো নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের নিরুঙ্কুশ দখল। বাদীপক্ষ কে অবশ্যই নালিশী ভুমিতে তাহার নিরুঙ্কুশ দখল প্রমাণ করতে হবে। তবে তার আগে দেখে নেওয়া যাক নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের আপাত স্বত্ব আছে কিনা ?

বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় আর এস ৪৬৮ খতিয়ানের সি.সি কপি [প্রদর্শনী-১] হতে দেখা যায়, বিরোধীয় আর. এস. ৮৫৮৩ দাগের ৪ শতক ভূমি তোরাব উদ্দিনের পুত্র আইয়ুব আলীর ছিল। আবার অবিরোধীয় আর. এস. ২২৩ নং খতিয়ানের সি.সি কপি প্রদর্শনী-১(ক) হতে দেখা যায়, আর এস ৮৮৯, ৮৯১ দাগের ৪ + ১০ শতক ভূমি তোরাব উদ্দিনের দুই পুত্র মোঃ ইউছুপ।।. আনা, আইয়ুব আলী।।. আনা অংশে মালিক ছিল। বাদীপক্ষের দাবিমতে, উক্ত আইয়ুব আলী ও ইউছুপ আলীর মধ্যে পারিবারিক আপোষ বন্টনে আর. এস. ৮৫৮৩ দাগের ভূমি আইয়ুব আলী তৎ ভ্রাতা ইউছুপ আলীকে আপোষে প্রদান পূর্বক অবিরোধীয় আর. এস. ৮৮৯, ৮৯১ দাগের ইউছুপ আলীর স্বত্বাংশ হইতে ৩.৫০ শতক ভূমি গ্রহন করেন। প্রদর্শনী-৩ হতে প্রতীয়মান হয়, আইয়ুব আলী নালিশী ৮৮৯/৮৯১ দাগের সম্পত্তি ২০/০৭/১৯৩৭ ইং তারিখে ৩৪৮১ নং কবলামূলে অন্যত্র হস্তান্তর করেছেন। বাদীপক্ষ আপোষে প্রাপ্তীয় ভূমি সংক্রান্তে ইউছুপ

আলীর নামে পি. এস. ৪৩১ নং খতিয়ান প্রচারের দাবি করলেও উক্ত পি এস খতিয়ান দাখিল করেননি। বাদীপক্ষের দাবিমতে উক্ত ইউছুপ আলী মরণে তিন পুত্র এক কন্যা যথা ১/২ নং বাদী, মোঃ এয়াকুব ও মরিয়ম খাতুন ওয়ারিশ থাকেন। মোঃ এয়াকুব মরণে স্ত্রী ও পাঁচ কন্যা রোকেয়া বেগম গং ওয়ারিশ হন। প্রদর্শনী-২ বি এস ৩১১৯ নং খতিয়ান হতে প্রতীয়মান হয়, নালিশী ১১৮৫১ দাগে ৩ শতক ভূমি সংক্রান্তে উক্ত মোঃ এয়াকুব ও ১/২ নং বাদীর নামে বি এস জরিপ ছুড়ান্ত প্রচাতি হয়েছে। বাদীপক্ষ বি. এস. ১১৮৫১ দাগে ০৩ শতক ও ১১৮৫০ দাগের ০১ শতক ভূমিতে সীমা চিহ্নিত মতে ভোগ দখলকার মর্মে দাবি করেছেন।

অপরদিকে বিবাদীপক্ষের দাবিমতে, তফসিলোক্ত নালিশী আর. এস. ৮৫৮৩ দাগের ০৪ শতক ভূমি বি. এস. জরিপে অনালিশী আর. এস. ১১৮৫০ দাগে ০১ শতক এবং নালিশী আর. এস. ১১৮৫১ দাগে ০৩ শতক জরীপ হইয়া বি. এস. ৩১১৯ নং খতিয়ানভুক্ত হয়। উক্ত সম্পত্তির মালিক আইয়ুব আলীর মৃত্যুতে তৎ কন্যা মাহফুজা খাতুনের ওয়ারীশ নালিশী দাগের আন্দর ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত সমুদয় ভূমি সহ অনালিশী দাগাদীর আন্দর ৬.৩৪ শতক ভূমি বিগত ২০/০৪/১৯৯৫ ইং তারিখের রেজিস্ট্রিকৃত ২৫০৮ নং কবলা প্রদর্শনী-গ মূলে ১/২ নং বাদী তথা মোঃ ইদ্রিস এবং মোঃ ইসমাইলের বরাবরে বিক্রয় করেন। বিবাদীপক্ষের দাবিমতে উক্ত কবলায় নালিশী আর এস ৮৫৮৩ দাগে ২ গন্ডা ভূমি হস্তান্তরের বিষয় থাকলেও কবলা গ্রহীতা দাতাগনের প্রাপ্য ১.৩৩ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হন। আইয়ুব আলীর পুত্র ১ নং বিবাদী মোঃ জমিল তপশীল বর্ণিত ভূমির আন্দর ২.৬৭ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ও ভোগদখলকার নিয়ত আছেন মর্মে বিবাদীপক্ষ দাবি করেছেন। তফসিলোক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত বি এস খতিয়ান ভুল হওয়ায় ১ নং বিবাদী অপর ১৪৩/২০০৪ মামলা করেছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাদীপক্ষ আইয়ুব আলী আর. এস. ৮৫৮৩ দাগের ভূমি তৎ ভ্রাতা ইউছুপ আলীকে আপোষে প্রদান পূর্বক অবিরোধীয় আর. এস. ৮৮৯, ৮৯১ দাগের ইউছুপ আলীর স্বত্বাংশীয় ৩.৫০ শতক গ্রহনের দাবি করলেও উক্ত এওয়াজ বদল সমর্থনে কোন দালিলিক প্রমান দেখাতে পারেননি। আইয়ুব আলী কর্তৃক ১৯৩৭ সনের বিক্রিত কবলায় আপোষে প্রাপ্তির বিষয়ে বলা নেই। বাদীপক্ষ ইউসুফ আলী ৮৫৮৩ দাগে আপোষ ৪ শতক ভূমি প্রাপ্তে তাহার নামে পি এস ৪৩১ নং খতিয়ান প্রচারের দাবি করলেও তা দেখাতে পারেননি। বাদীপক্ষ বিগত ২০/০৪/১৯৯৫ ইং তারিখের কবলার [প্রদর্শনী-গ] বিষয়টি আরজি উল্লেখ না করলেও জেরাতে স্বীকার করেছেন। আইয়ুব আলীর পরবর্তী ওয়ারীশগণ হতে ৮৫৮৩ দাগে সম্পত্তি খরিদ করায় ইউসুফ আলী আপোষে উক্ত দাগভূমি প্রাপ্ত হননি মর্মে ধারনা করা যায়। সার্বিক বিবেচনায় বাদীগণ তফসিলোক্ত নালিশী দাগে খরিদসূত্রে স্বত্ববান হলেও ১ নং বিবাদী ওয়ারীশসূত্রে স্বত্ববান মর্মে প্রতীয়মান হয়।

দখল বিষয়ে বাদীপক্ষের সাক্ষী P.W.1 জবানবন্দিতে উল্লেখ করেন যে, বাদীগণ বি এস ১১৮৫১ দাগে ৩ শতক ও ১১৮৫০ দাগে ১ শতক ভূমি দখলে আছেন। তিনি দাবি করেন যে নালিশী ভূমিতে তিনি চৌবাচ্ছা খনন ও বৃক্ষ ফলিয়ে ভোগদখলে আছেন। নালিশী ভূমিতে তাদের দোকানগৃহ ও আছে। বিবাদীপক্ষ

তফসিলোক্ত নালিশী দাগের সম্পত্তি ১ নং বিবাদী প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলকার থাকার সাজেশন অস্বীকার করেন। P.W.1 নালিশী দাগ ভূমি বাদী বিবাদীর এজমালি ভূমি হবার বিষয়টি অস্বীকার করেন। P.W.2 বলেছেন যে নালিশী সম্পূর্ন ভূমিতে বাদী দখল করে, বিবাদীর কোন দখল নেই। জেরাতে P.W.1 স্বীকার করেছেন যে নালিশী দাগে তার একটি দোকানগৃহ আছে যাহা ২৫০৮ নং কবলামুলে খরিদ করেছেন। বিবাদীপক্ষ P.W.1 কে খরিদা উক্ত ভূমি ছাড়া দাগের সম্পূর্ন ভূমিতে দখল নেই মর্মে সাজেশন দিলে তিনি অস্বীকার করেন।

অপরদিকে বিবাদীপক্ষের সাক্ষী D.W.1 জেরাতে উল্লেখ করেন যে বি এস ৩১১৯ নং খতিয়ানে তাহার পূর্ববর্তীর নামে রেকর্ড হয়নি। তিনি দাবি করেন যে বি এস ১১৮৪৮ দাগের ভূমি বাদীর স্বত্ব সহ তাদের নামে জরিপ হয়। D.W.1 জেরাতে স্বীকার করেছেন যে দোকান লাকড়ির ঘর। ২ নং বাদী ইসমাইল সেই দোকান করে। তবে চৌবাচ্চা তে বিবাদীসহ মাছ চাষ করে। D.W.1 জেরাতে স্বীকার করেন যে, ইউনিয়ন পরিষদে মামলা করার আগে ১৪/১৫ বছর পূর্ব হতে বাদীরা নালিশী জমি দখল করিয়া রাখিয়াছে। সাক্ষী D.W.1 জেরাতে স্বীকার করেন যে, নালিশী দাগে দোকান ২ কড়ায় হবে। দোকান ভিটি আগে নাল ছিল। পাশ্ববর্তী চৌবাচ্চা হতে মাটি তুলে বাদী দোকান তোলে। D.W.1 জেরাতে আরো স্বীকার করেন যে নালিশী জমির চৌহদ্দিতে বাদী বিবাদীর ৭/৮ গন্ডা জমি হবে।

দখল বিষয়ে উভয়পক্ষের সাক্ষীদের বক্তব্য পর্যালোচনায় একটি বিষয় পরিস্কার যে, নালিশী দাগে বাদীর দোকানগৃহের বিষয়টি যেমন সত্য নালিশী তফসিলোক্ত দাগ ভুমিতে বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষের স্বত্ব ও দখল বিদ্যমান রয়েছে। তফসিলোক্ত ভুমিতে উভয়পক্ষ সহ-শরীক হওয়ায় বিবাদীদের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার সুযোগ নেই বলে বিবেচনা করি। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ নালিশী জমিতে তাহাদের নিরঙ্কুশ দখল প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হওয়ায় বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে প্রতিকার পাইতে হকদার নন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এরুপ প্রেক্ষিতে বিচার্য বিষয় নং ৪ ও ৫ বাদীপক্ষের প্রতিকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি পর্যাপ্ত।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমাটি ১(ক)-১(গ) নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে এবং ২-৯ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় খারিজ করা হইল।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।